OCT 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

দৈনিক ইনকিলাব

274

শিক্ষাঙ্গন

দূরশিক্ষণ ও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষণে বি,এড কোর্সে প্রথম ব্যাচের চূড়ান্ত ফল বেড়িয়েছে। পাসের হার টি,টি কলেজ থেকে যারা বি,এড পরীক্ষা দিয়েছেন তাদের চেয়ে কম নয়। এতেই এ পদ্ধতির সফলতা প্রমাণ হয়। প্রথম যখন বাংলাদেশে এ পদ্ধতি চালু হয় তখন অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন এ পদ্ধতি আদৌ সফল হতে পারে না। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বি,এড-এর মত একটি ব্যবহারিক বিষয় যেখানে সফল হয়েছে সেখানে অন্যান্য বিষয়েও আমরা আশাবাদী।

আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সীমিত। তার কারণ আসন সংখ্যা সীমিত। অনেকে আরার আর্থিক সঙ্গতির অভাবেও উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। আবার অনেকের শিক্ষা লাভের ইচ্ছা ও সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সময়ের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না। দূরশিক্ষণের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার কোর্স চালু করা হয় তবে উপরোক্ত সবগুলো সমস্যারই সমাধান হবে।

আমাদের দেশে দূরশিক্ষণে শুধুমাত্র বি,এড কোর্সেরই প্রচলন আছে। এর পরিচালনা ও ব্যবস্থার দায়িত্ব বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসটেন্স এডুকেশন (বাইড)। এটি শুধুমাত্র একটি ইনস্টিটিউট হওয়ায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোন ডিগ্রী দেওয়ার ক্ষমতা আর নেই।

এ অসুবিধা দূর করার জন্য একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে দূরশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ডিগ্রী দেয়া যেতে পারে। কেউ কেউ হয়তো এ ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী তৃতীয় বিশ্বেরই অন্তর্গত থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তানে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যার মাধ্যমে লাখ লাখ ছাত্র ডিগ্রী নিচ্ছে। এমনকি খোদ দিল্লীতেও এ ব্যাপারে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

এ ধরনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচে' বড় সুবিধা হলো যে, এখানে ক্লাসে ছাত্রের উপস্থিতি না থাকায় ক্লাসরুমের যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই ছাত্রাবাসের। এতে জায়গা, ভবন নির্মাণে খরচ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনিক ব্যয় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এখানে আরো একটি বড় সুবিধা হলো যে ছাত্রের সংখ্যা যতই হাক না কেন অতিরিক্ত শিক্ষকের কোন প্রয়োজন নেই।

আরো একটি সুবিধা হলো ছাত্রদের উপস্থিতি, সীট দখল নিয়ে মারমারি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। এতে সেশন জটের কোন সমস্যাও থাকবে না।

এই শিক্ষা পদ্ধতি হবে বাইড পরিচালিত বি,এড কোর্সেরই অনুরূপ। রেডিও, টিভি'র একটি চ্যানেল এ ব্যাপারে নির্ধারিত করা যেতে পারে যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সের ক্লাসের বিষয়বস্তু প্রচার করা যাবে। এসব অনুষ্ঠানের কথা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিতরণ করতে হবে। যাতে তারা নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শুনতে পারে। প্রয়োজনে কিছুসংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসের ভিডিও ক্যাসেটও করা যেতে পারে। তবে সর্ব প্রথমেই যেটা করতে হবে তা হলো পাঠ্যক্রমকে দূরশিক্ষণের উপযোগী করে ঢেলে সাজানো।

আমাদের দেশটি গরীব, তেমনি গরীব তার জনগণও। দেশের পক্ষে যেমন সম্ভব নয় অধিক হারে বিশ্ববিদ্যালয় গড়া, তেমনি অধিকাংশ মানুষের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সময় ও অর্থের অভাবে সম্ভভ নয় স্বাভাবিক সেশনের দিবগুণ সময় ব্যয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

—মোঃ খালেদ হোসেন খান